নিউইয়র্ক

আমাদের দিনকাল

গত এক বছরে পৃথিবী অনেক বদলে গেছে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় বিশ্ব প্রেক্ষাপটটাই ওলট-পালট হয়ে গেছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ট্রাজেডির অন্তরালে লুকিয়ে আছে অনেক চোখের পানি... নিউইয়র্ক থেকে লিখেছেন **গীতি**

অনেকদিন পর কলম ধরলাম আজ। গত এক বছরে কতই না পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর প্রেক্ষাপট। গত বছর এই সময় কত উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে দেশে যাবো আড়াই বছর পর, দ্বিতীয়বারের মতো। ইকবাল অফিসে যাবার পর আমি/অনিম বেরিয়ে পড়তাম শপিংয়ে। লিস্ট তৈরি, লিস্ট দেখে দেখে জিনিস কেনা। প্রথমে ঠিক ছিল আমরা মা-ছেলে দেশে যাবো আগে, ইকবাল পরে যাবে। আগস্টে যাবার কথা আমার, কিন্তু জানলাম আমাদের গ্রিনকার্ড হয়ে যাচ্ছে..., তাই অপেক্ষা করলাম। কি যে টেনশন... হবে কি হবে না... যাবো কি যাবো না....। যদিও যাওয়ার কোনো সমস্যা ছিল না। তবুও সবাই বলল, পাসপোর্টে সিল নিয়ে যাওয়াই ভালো। অবশেষে ৭ সেপ্টেম্বর আইএনএস অফিসে গিয়ে বহুল কাঙ্ক্ষিত গ্রিনকার্ডের সিল নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গেলাম বিমান অফিসে, পরদিন শনিবারের ৩টা টিকিট কনফার্ম করলাম এবং এই আনন্দের তুলনা নেই। ৩ সদস্য বিশিষ্ট দলকে সিঅফ করতে ৬ জনের দল এয়ারপোর্টে (JFK) গেলো। এরপরের ২২ ঘণ্টা খুব দ্রুত কেটে গেলো। ১০ সেপ্টেম্বরের ভোরে জানালা দিয়ে দেখলাম ওপর থেকে সাভার স্মৃতিসৌধ। দেখলাম আমার প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি– আমার বাংলাদেশ। যে মুহূর্তে বিমানের চাকা রানওয়ে স্পর্শ করলো... সমস্ত প্রাণ, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত অনুভূতি-অস্তিত্ব ভীষণভাবে বলে উঠলো– আমাদের দেশ!

দেশে যাওয়ার পরদিনই টিভিতে দেখলাম অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য। দেখলাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া! অন্যদের কথা জানি না। কিন্তু নিউইয়র্কে বসবাস করে, এমন কেউ হয়তো ছিল না সেদিন– যে চোখের পানি ফেলেনি। সাড়ে ৩ মাসে প্রচণ্ডভাবে এনজয় করেছি প্রতিটা মুহূর্তকে। অনেক জায়গায় ঘুরেছি, আশুলিয়া, যমুনা ব্রিজ, সাভার স্মৃতিসৌধ, লালবাগের কেল্লা, বুড়িগঙ্গা ব্রিজ, সংসদ ভবন, কর্ণফুলি মল, রাপা প্লাজা, ওয়ান স্টপ মল আরও কত জায়গায়। মনের সাধ মিটিয়ে নৌকায় চড়েছি (আশুলিয়ায়), দোতলা বাসে চড়েছি (ফার্মগেট-টঙ্গি-মতিঝিল), রিকশা-স্কুটার-ইয়েলো ক্যাব! রিকশা করে ফার্মগেট-গুলশান-বারিধারা-ধানমন্ডি ঘুরলাম ১ দিন– শুধু আমি আর ইকবাল। ঝমঝম্ বৃষ্টি শুরু হলেও থামিনি।

ইকবাল ফিরে এলো ২ মাসের মাথায়, আমি-অনিম সাড়ে ৩ মাস শেষে। প্রিয় মা-বাবা-ভাইবোন-দুলাভাই এবং বোনের ২ মেয়ে বাঁশরী-অপ্সরীর মায়াভরা স্মৃতি বুকে নিয়ে ফিরে এলাম নিউইয়র্ক সিটিতে। নিউইয়র্ক সিটি কতই না বদলে গেছে, B.Q.E দিয়ে যেতে এখন আর টুইনটাওয়ার চোখে পড়ে না, বড় বেশি শূন্যতা যেনো। শূন্যতা কি মানুষের বুকেও নয়? কত হাহাকার আজ পৃথিবীময়! আগের সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাব এখন আর নেই আমেরিকাতে। দলকে দল মুসলিমরা যে যার দেশে ফিরে যাচ্ছে। অনেকে কানাডাতে চলে যাচ্ছে। হাজার হাজার লোক চাকরিচ্যুত হচ্ছে। অর্থনীতি ধসে পড়ছে। চাকরির বাজার খুবই খারাপ, বিশেষত মুসলমানদের জন্য। যে গ্রিনকার্ডের জন্য এতোদিনের অপেক্ষা- সেই গ্রিনকার্ড নতুন ১টা পার্মানেন্ট চাকরির ব্যাপারে কোনোই সাহায্য করতে পারছে না।

আজ প্রায় অনেক দিন হলো চাকরির জন্য চেষ্টা করছে ইকবাল। অনেক টাকা বেতনে আবদুল্লাহ নামের একজনকে চাকরি দিয়ে ঝামেলায় পড়ার চেয়ে জন ববদের চাকরিতে ডাকাই ভালো মনে করে ওরা। তবুও হতাশ হইনি। পরিচিতরা বলে কিভাবে পারিস হাসি মুখে কথা বলতে? যে ক্ষতি সারা পৃথিবী জুড়ে হয়েছে, হচ্ছে, তার তুলনায় কি এমন ক্ষতি আমার হয়েছে? নিরীহ মানুষ মারা গেছে, কিছু না জেনেই; কত শিশু মায়ের বুক খালি করেছে, শত শত পরিবার ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে বিনা অপরাধে। শুধু কি আমেরিকা আর আফগানিস্তানেই মানুষ মারা গেছে? আমার দেশেও কি প্রতিনিয়ত নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে না? ইকবালের চাকরি আজ নেই, কাল অবশ্যই হবে- এটুকু মনোবল আমার আছে। প্রিয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে আনন্দের। এই সেপ্টেম্বর থেকে অনিম স্কুলে যাবে, ইকবালও নিশ্চয়ই এরমধ্যে চাকরি পেয়ে যাবে। আমি আবারও মেতে উঠবো নতুন কোনো পরিকল্পনা নিয়ে, জীবন তার ভালোবাসা পূর্ণ দু'হাতে আবারও নতুন করে আঁকড়ে ধরবে আমাকে!

808 Foster Ave, Brooklyn, N.y11230, U.S.A

টোকিও

বর্ণিল সন্ধ্যা

বাংলাদেশী তারকারা মাতিয়েছিল টোকিওর দর্শকদের

গত ১৪ আগস্ট জাপানের উরাওয়া সিটির ‘সাইতামা কাইফান’ হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ থেকে আগত তারকাদের নিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। দেশের সেরা উপস্থাপক হানিফ সংকেতের সরস ও কৌতুকময় উপস্থাপনের মাধ্যমে এই মনোরম সন্ধ্যাটি শুরু হয়। কুমার বিশ্বজিৎ, ডলি সায়ন্তনী, রবি চৌধুরী, আঁখি আলমগীর, জাহাঙ্গীর আলম ডন ও চিত্রনায়িকা মৌসুমীর নাচ, আলম আরা মিলুর অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে জাপানে এ ধরনের আনন্দ অনুষ্ঠান না হওয়ার কারণে প্রবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপভোগ করেন। তবে চিরায়ত বাঙালি স্বভাব অনুযায়ী

অনুষ্ঠানে বিশেষ ভঙ্গিমায় নায়িকা মৌসুমী

অনুষ্ঠানটি নির্দিষ্ট সময়ের একঘন্টা পরে শুরু করা হয়। এছাড়া অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি করে কিছু কিছু দর্শক অনুষ্ঠানের সৌন্দর্যহানি ঘটায়। তবে হানিফ সংকেতের সাবলীল উপস্থাপনায় সব ক্রুটি মুছে গেছে এবং শিল্পীরা দর্শকদের অনুরোধে অনেকগুলো করে গান গেয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দেন। কৌতুকের আশ্রয়ে হানিফ সংকেত বেশ কিছু আশার বাণী প্রবাসীদের স্বদেশ ভাবনায় উদ্বেলিত করে। প্রবাসে সব দেশেই অসংখ্য দল ও সমিতি আছে। আছে নোয়াখালী সমিতি, কুমিল্লা সোসাইটি, বিক্রমপুর সমিতি, ঢাকা সোসাইটি, মাদারীপুর সমিতি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাদেশের কল্যাণে একটি প্লাটফর্মের আশ্রয়ে দেশকে কিছু দেবার বাসনা নেই। এ ব্যাপারে জাপান প্রবাসীদের অনেক কিছু করার আছে– দেশ সেটা প্রত্যাশা করে। এই মনোরম অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল রিও ইন্টারন্যাশনাল, JB ইন্টারন্যাশনাল, সিকসার এন্টারপ্রাইজ। সহযোগিতায় ডলফিন কোম্পানি এবং বাংলাদেশ দূতাবাস।

এর আর মাসুদ ববি
arifmasud 7088@docomo.ne.jp

কা ৷ ও ৷ য়া ৷ সা ৷ কি

নব্য মিলিটারিজম দানা বাঁধছে

জাপ-মার্কিন ধারণাটি উগ্র জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও জনপ্রিয়। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এদের স্বার্থ অভিন্ন

স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে New World Order-এর নামে বিশ্ব পুলিশি ব্যবস্থা এখন এক পরাশক্তির হাতের মুঠোয়। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতায় নতুন মাত্রা সংযুক্ত করেছে। সন্ত্রাসবাদ দমনের স্বঘোষিত লাইসেন্সধারী মার্কিনিরা এখন বিশ্বের যত্রতত্র নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে যেতে পারবে। আমেরিকান স্বার্থ বিরোধী এবং আধিপত্যের প্রতি দ্বিমত পোষণকারীরাই কার্যত তাদের ভাষায় সন্ত্রাসবাদী। আন্তর্জাতিক রীতিনীতিতে পরিপুষ্ট এতোদিনকার সনাতন বিশ্বব্যবস্থা, জাতিসংঘ, মানবাধিকার প্রভৃতি ধারণাগুলো ক্রমশ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রই আজ আর মার্কিন হুকমিমুক্ত নয়।

বিশ্বব্যাপী মার্কিন আগ্রাসনের নিঃশর্ত ও একক সমর্থকরূপে ব্রিটেনের কুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। অপরাপর পশ্চিমা মিত্র এবং ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো যখন মার্কিন প্রভাবলয় হতে কৌশলগত দূরত্ব বজায় রাখতে চাইছে, সেই শূন্যস্থান পূরণে জাপান ব্রিটেনের এশীয় ভার্সনরূপে আবির্ভূত হতে চলেছে।

১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপানের আত্মসমর্পণের পর মার্কিন আরোপিত সংবিধানে সামরিকী-করণের সকল পথই রুদ্ধ করে দেয়া হয়। ৪০ হাজারেরও অধিক মার্কিন মেরিন সেনা প্রতিরক্ষার নামে এদেশের বিভিন্ন নাজুক স্থানে অদ্যাবধি ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। স্নায়ু যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জাপানে Self Defence Force' গড়ে তোলা হয়। পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন নীতিনির্ধারকরা এ্যাংলো-মার্কিন ধাঁচে জাপান-মার্কিন ধারণাকে সামনে নিয়ে আসে। এখানকার উগ্র জাতীয়তাবাদীরাও ঐ ধারণাকে হটকেকের মতো লুফে নেয়। কারণ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপ-মার্কিন স্বার্থ অভিন্ন। চীন ও আসিয়ানের Economic Miracle এরা কেউই সুনজরে দেখছে না। তাছাড়া অদূর ভবিষ্যতে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া একত্রিত হলে কোরীয় ও উপদ্বীপ হতে মার্কিনিদের লেজ গুটাতে হবে। এ সকল সিনারিও বিবেচনায় রেখে স্বআরোপিত সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে বিগত সিকি শতাব্দী ধরে আমেরিকানরা জাপানের সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের মদদ যুগিয়ে আসছে।

জাপ-মার্কিন অর্থনীতি একই সুতায় গাঁথা– বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি প্রসারের ফলে তাদের প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। উভয় দেশই সস্তা পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে। জাপানের অর্থনীতি এক দশক ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে; মার্কিন অর্থনীতিতেও সাম্প্রতিক সময়ে ধস নেমেছে। এই অবস্থায় চাই একটা যুদ্ধ! কোরীয় যুদ্ধ এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের দিনগুলোর সুখময় স্মৃতিগুলো জাপানের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। মার্কিন সামরিক সম্ভারের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে ঐ সময়েই জাপানের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যায়। বর্তমানে এখানে বেকারত্বের হার ১০ শতাংশের কাছাকাছি। হাইটেক, মোটরগাড়ি শিল্প ছাড়া সব সেক্টরেই নাজুক অবস্থা। এবার বড় কোনো যুদ্ধ বাঁধলে জাপান প্রকাশ্যেই সামরিক শিল্পে এগিয়ে আসবে অর্থনীতির রূঢ় বাস্তবতায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের স্মরণে সম্রাট আকিহিতো ও সম্রাটপত্নী মিচিকো

M.A. Subhan
Kawasaki-Japan

আ ৷ ট ৷ লা ৷ ন্টা

মার্কিন দস্যু

আমেরিকায় বাংলাদেশীরা প্রায়ই হামলার শিকার হচ্ছে। মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে ইদানীং যা খুবই শঙ্কার কারণ

গত ২২ জুলাই আটলান্টার লরেন্সভিল হাইওয়ে ও নর্থ ড্রইড হিলস্থ ডিকেইটর এলাকায় অবস্থিত একটি টেক্সাকো গ্যাস স্টেশনের কনভেনিয়েন্ট স্টোরে কর্মরত অবস্থায় মোঃ জয়নাল আবেদীন (৫২) নামক একজন বাংলাদেশীকে দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তিনজনের একটি দুর্বৃত্তের দল কাস্টমারবেশে স্টোরে প্রবেশ করে এবং জয়নাল আবেদীনের কাছে অর্থ দাবি করে। জয়নাল অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করলে দুর্বৃত্তের একজন তাকে গুলি করলে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে ৯১১ নম্বরে টেলিফোন করা হলে দ্রুত পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মরহুমের নামাজে জানাজা ডাউন টাউনের আল ফারুক জামে মসজিদে সম্পন্ন করা হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ২ কন্যাসন্তান রেখে গেছেন। তার গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী জেলায়। আটলান্টায় নেতৃস্থানীয় প্রবাসীরা মরহুমের লাশ বাংলাদেশ বিমানযোগে দেশে প্রেরণ এবং তার পরিবারের সাহায্যের জন্য শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২১ হাজার ডলার সংগ্রহ করেছেন। এই হত্যাকান্ড এখানকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে দুঃখ ও ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। বহু বাংলাদেশী এখানকার গ্যাস স্টেশনে দিবা ও নৈশকালে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

সৈয়দ মোস্তাক আহমদ
3194 Pin oak way, Doraville
Atlanta, GA, 30340

উ ত্ত র ই টা লি

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প

আমরা মানুষ, এটাই আমাদের বড় পরিচয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে চূড়ান্ত বিচারে কোনো লাভ হয় না। ভেদাভেদটা বেড়েই চলে

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এতো রদবদল হলো, কিন্তু কখনো আমার বাবা সুযোগ লুফে নেননি। তিনি গ্রামে থাকেন। আমরা সব ভাই মিলে অনুরোধ করেছি শহরে থাকার ব্যবস্থা করে নেয়ার জন্য। শহরে পাশের মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের টান কম থাকলেও শত্রুতা থাকে না, যার যার মতো করে থাকা যায়। তিনি আমাদের প্রস্তাবে কখনো আমল দেননি। তার একটাই যুক্তি, একজন মানুষ প্রতিদিন ৩০ জনের সঙ্গে ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা না করে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারেন না। আমার বাবা প্রতিদিন ভোরে গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে যেতেন, দশটায় ঘরে ফিরে গরম ভাত খেতেন। সকাল ১১টায় বেরিয়ে পড়তেন। বাড়ির আশপাশের জমি দেখাশোনা ছাড়াও তিনি প্রতিদিন সকালে বর্গাচাষীদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। চাষীদের সর্বোত্তম সুবিধাদানে কখনো কার্পণ্য করেননি। আমরা দেখেছি, জমির কাজের জন্য লোক চাইতে গেলে চাষীদের লাইন পড়ে যেত। কাজের লোকের দরকার না থাকলেও অনেকে ভোরে এসে বাবার ব্যক্তিগত কাজের সহায়ক হতো। কথা বলা, গল্প করা, পারিবারিক সমস্যা, গ্রামের লোকের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি ছিল তার ব্যক্তিগত কাজের প্রধান বিষয়।

এবারের নির্বাচনের পর থেকে যেসব খবর পেয়েছি তাতে আমরা শিউরে উঠেছি। দেবতার মতো আমাদের বাবা গ্রামের ঐতিহ্যবাহী আস্তানায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। গত কয়েকদিন আগে ফোনালাপে খুব কষ্ট করে দুঃখের কাহিনী জানালেন, গ্রামে যারা বাবার প্রত্যেক কাজের প্রশংসা করে জয়গান গাইতো তাদের ১৬/১৭ বছর বয়সী ছেলেরা আজ গ্রামে সহজ-সরল মানুষদের অত্যাচার-নির্যাতন করে বেড়ায়। সেই রকম কয়েকটি ছেলে সাম্প্রদায়িকতার ভয় দেখিয়ে আমাদের বাবাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করেছে। বাবার মনে অকল্পনীয় কষ্ট থাকলেও তিনি ওপার বাংলায় যাওয়ার পক্ষপাতি নন। অত্যাচার-নির্যাতনে যদি তিনি শেষ হয়েও যান তবু গ্রামের মাটিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবেন, তারপরও গ্রাম ছাড়বেন না। আমাদের বাবা তো সহজ-সরল মানুষ। তিনি গ্রাম ছেড়ে শহরেও যাবেন না, দেশও ছাড়বেন না। তার মতো অনেক দেশপ্রেমিকের প্রতি এ সরকারের কি ভূমিকা থাকা দরকার তা আমার মতো অল্প শিক্ষিত ব্যক্তির প্রকাশের প্রয়োজন পড়ে না। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে বাবা আমাদের দেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত করার আদেশ দিয়েছেন। এখন আমরা কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না।

উত্তর ইটালি থেকে দিলীপ রায় ও বোরহান উদ্দিন

নি উ ই য় র্ক

স্কলারশীপ

হান্টার কলেজ গ্র্যাজুয়েট ইমরান চৌধুরী ২০০২-২০০৩ সালের জন্য ফুলব্রাইট অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। ফুলব্রাইট অ্যাওয়ার্ড একটি অতি সম্মানজনক স্কলারশিপ। নিউইয়র্ক প্রবাসী কোনো বাংলাদেশী ছাত্র সম্ভবত এই প্রথম এই বিরল সম্মানের অধিকারী হলেন। ফুলব্রাইট গ্রান্টের অধীনে আগামী এক বছর আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশ মালাবিতে এইডস মহামারী প্রতিরোধের একটি প্রকল্পে কাজ করার জন্য ইমরান চৌধুরী ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছেন। আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি মালাবির প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণ করে এইডস মহামারী সেখানকার জনপদে কিভাবে সংক্রমিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পরবর্তীতে এই রোগ প্রতিরোধ প্রকল্পে কার্যকরভাবে অংশ নেবেন। বাংলাদেশী ইমরান চৌধুরীর ফুলব্রাইট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির এই বিরল কৃতিত্বের ওপর নিউইয়র্কের মূল ধারার 'দি ডেইলি নিউজ' পত্রিকা তাদের গত ২৮ জুন তারিখের সংখ্যায় এক পূর্ণপৃষ্ঠা সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে; এর আগে উইকলি 'কুইন্স ক্রনিকল' পত্রিকাও তাদের গত ৩০ মে'র সংখ্যায় ইমরান চৌধুরীর সাফল্যের বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল।

খোকন, নিউইয়র্ক

ফুলব্রাইট অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ইমরান চৌধুরী

টো কি ও

সাগরের নিচে মেইল বক্স

জাপানের Wakayama জেলায় প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে Susamicho এলাকায় প্রায় দশ মিটার তলদেশে যে মেইল বক্সটি স্থাপিত করা হয়েছে গিনেস বুক অব রেকর্ডস তা ২০০২ সালের 'এন্ট্রি' হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে গভীর মেরিন মেইল বক্স হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ অঞ্চলে বসবাসরত একজন জার্মানি Heinz Piorowski (৫৭) এই প্রশান্ত মহাসাগরীয় মেইল বক্স প্রতিষ্ঠার পুরোধা এবং তিনিই প্রথম Susamii Post Office-এর আওতাভুক্ত এই মেইল বক্সে চিঠি পোস্ট করেন।

ইয়াজদান ইনান, টোকিও

মা ।ই ।ন্ ।স

প্রকাশনা উৎসব

একশ' মিলিয়নেরও বেশি লোকের মাতভাষা জার্মান। জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হলো বাংলায় জার্মান ভাষা শেখার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ বই

ইউরোপে বহুল প্রকাশিত ভাষাগুলোর মধ্যে জার্মান ভাষা অন্যতম। আজকের ইউরোপের একশ' মিলিয়নেরও বেশি লোকের মাতৃভাষা জার্মান। জার্মানি ছাড়াও মাতৃভাষা হিসেবে জার্মান ভাষায় কথা বলে অস্ট্রিয়া, লিশটেনস্টাইন, সুইজারল্যান্ডের বৃহৎ অঞ্চল, দক্ষিণ তিরল (উত্তর ইটালি) এবং জার্মান সীমান্ত সংলগ্ন হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স (এলসাস) এবং লুক্সেমবার্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী। এছাড়াও পোল্যান্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি এবং সাবেক সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে জার্মান ভাষা আজও সংখ্যালঘুদের ভাষা হিসেবে ব্যাপক প্রচলিত। বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত প্রতি দশটি বইয়ের একটিই জার্মান ভাষায় লিখিত। ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষার পরই জার্মান ভাষার অবস্থান, যে ভাষার সবচেয়ে বেশি বই অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়। জার্মান হচ্ছে প্রথম ভাষা, যে ভাষায় সবচেয়ে বেশি বই অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়।

সম্প্রতি জার্মানির মাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো একটি ব্যতিক্রমধর্মী বইয়ের প্রকাশনা উৎসব। জার্মানিতে এই প্রথম প্রকাশিত হলো বাংলায় জার্মান ভাষা শেখার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ বই 'ট্রান্সরাপিড–সহজ পদ্ধতিতে জার্মান'। জার্মান ভাষার শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং মোঃ ইসমাইল হোসেন রচিত ১৮২ পৃষ্ঠার বইটি প্রকাশ করেছে ফ্রাঙ্কফুর্টের জার্মান প্রকাশনী পড প্রিন্ট। বইটিতে মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেয়া হয়েছে: শুদ্ধকথন, ব্যাকরণ এবং শব্দভাণ্ডার। বইটির সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডারে সংযুক্ত করা হয়েছে বিপুলসংখ্যক প্রয়োজনীয় শব্দ, যেগুলো প্রতিটি জার্মান প্রবাসীর দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য। কোনো জার্মান প্রকাশনী থেকে বাংলা মুদ্রাক্ষরে প্রকাশিত এটিই সম্ভবত প্রথম বই। বইটির মুদ্রণ ও বাঁধাই জার্মান মানের। উন্নত চাররঙা প্রচ্ছদের একদিকে ফ্রাঙ্কফুর্টের স্কাই লাইন্স এবং অন্যদিকে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি প্রচ্ছদটিকে আরো কারুকার্যময় করে তুলেছে।

বাংলায় জার্মান ভাষা শেখার ব্যাকরণ বই ট্রান্সপারিড সহজ পদ্ধতিতে জার্মান

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের এই বইটি যদিও প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত নয়, তথাপি বইটির বিশেষত্ব হচ্ছে জার্মান ব্যাকরণের সহজ ও জটিল সমস্যাগুলো সহজ বাংলায় ব্যাখ্যাসহ প্রচুর উদাহরণ, জার্মান ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলো ছক পদ্ধতির মাধ্যমে সহজ বিশ্লেষণ, শব্দভাণ্ডারে বহুল ব্যবহৃত ও উল্লেখযোগ্য জার্মান শব্দগুলোর বাংলা শব্দার্থ ও ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চারণ, গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোতে অনুশীলনী এবং বিশ্লেষণমূলক সমাধান। এছাড়াও ক্রিয়াপদ, ক্রিয়াপদের কাল, ক্রিয়াপদের শ্রেণীবিন্যাস, বাক্য গঠন, কারক, বচন, আর্টিকেল, পদ, প্রশ্নবোধক শব্দ, সংখ্যা, শব্দ সংযোজক ইত্যাদি অত্যন্ত সহজ উপায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা জার্মানিতে ভবিষ্যতে পড়াশোনা করতে চান, তাদের জন্য বইটি খুবই উপযোগী। কারণ জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে বিদেশী ছাত্রদের ভাষাগত দক্ষতা প্রমাণের জন্য যে যোগ্যতা নির্ধারণী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়, তার সমস্ত উপকরণ বইটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। ঝকঝকে ছাপা, চমৎকার কম্পিউটার কম্পোজ, চাররঙা লেমিনেটেড প্রচ্ছদ এবং সর্বোপরি বিষয়বস্তুর গভীরতা ও নির্ভুল বিশ্লেষণের জন্য বইটি ইতিমধ্যে জার্মান ভাষার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। বইটি বর্তমানে জার্মানির যেকোনো বইয়ের দোকানে আই,এস,বি,এন ৩-৯৩৪৪২৯-৯১-২ কম্পিউটার নিবন্ধন নম্বরে, ঢাকাস্থ জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পাঠাগারে এবং ফ্রাঙ্কফুর্টে বাংলাদেশ মসজিদ সংলগ্ন 'বানিজ বিক্রয় কেন্দ্রে' পাওয়া যাচ্ছে। প্রকাশনা উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথিরা বইটির প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার এবং জার্মান ভাষার শিক্ষার্থীদের সাফল্য কামনা করেন।

মোঃ মিশফাকুল ইসলাম (লেমন)
কলা অনুষদ, মাইন্স
বিশ্ববিদ্যালয়, মাইন্স, জার্মানি

প্যা ।রি ।স

তুঘলকি কাণ্ড

প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাসে একজন কর্মকর্তার একগুঁয়েমিতে হাজার হাজার প্রবাসী দুর্ভোগের শিকার

প্যারিসে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসটি বাংলাদেশীদের উপকারের পরিবর্তে হয়রানির এক মহাদুর্গে পরিণত হয়েছে। এখানে পাসপোর্টের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারী মোতাহার সাহেব নিজেকে গত সরকারের আমলে আ.স.ম রবের আত্মীয় এবং বর্তমানে মন্ত্রী জিয়াউল হক জিয়ার আত্মীয় বলে দাবি করে দীর্ঘ ৯ বছর একই অফিসে দোর্দন্ড প্রতাপে অবস্থান করছেন। অথচ সরকারি কর্মচারী নিয়মানযায়ী প্রতি ৩ বছর অন্তর ট্রান্সফারের বিধান থাকলেও মোতাহার সাহেবের বেলায় উক্ত আইন সম্পূর্ণ অকার্যকর। এখানে অবস্থানরত ৫ হাজার বাংলাদেশী নিজেদের বৈধ করার জন্য পাসপোর্টের প্রয়োজনে দূতাবাসে গেলে এক মহাদুর্ভোগের শিকার হন। মোতাহার সাহেব একেক সময় একেক নিয়ম চালু করেন। বর্তমানে চালু করেছেন এক অভিনব পদ্ধতি। প্যারিসে অবস্থিত কোনো লোকের পাসপোর্ট করতে হলে বাংলাদেশে অবস্থিত দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তির সার্টিফাই এবং নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত করা ফরমে দরখাস্ত করতে হবে। এই অভিনব তুঘলকীয় হয়রানির কারণে বর্তমানে শত শত বাংলাদেশী পাসপোর্ট সংকটে আটকে আছে।

এমতাবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন, উক্ত মোতাহারকে এখান থেকে সরিয়ে এবং পাসপোর্টের নিয়মনীতি সহজ করার মাধ্যমে বাংলাদেশীদের বৈধ হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য রেমিটেন্স বৃদ্ধিতে সহায়তা করার আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

শাহ আলম সাজু
১৩১ রু মারকাদ, প্যারিস-১৮, ফ্রান্স